



78247 - রোজার সওয়াব কি কষ্টেরে পরমাণরে উপর নরিভর করে?

প্রশ্ন

আল্লাহর নকিট রোজার সওয়াব কি সমান? নাকি রোজাদাররে কষ্টেরে সাথে রোজার সওয়াব সম্পৃক্ত? কটে আছে শীতরে দেশে রোজা পালন করে; তারা পপিসার কষ্ট তমেন অনুভব করে না। পক্ষান্তরে কটে আছে গরমরে দেশে রোজা পালন করে। রোজার সাথে আরও যে সব ভাল আমল থাকতে পারে সেগুলো বাদ দিয়ে আমি শুধু রোজার সওয়াবটার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কষ্ট যে কোন ইবাদতরে অবচ্ছদ্য অংশ। কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কোন ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়। কষ্টেরে তীব্রতা যত বেশি হবে পুরস্কার ও সওয়াব তত বেশি পাওয়া যাবে। তাইতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলছেন :

إِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ وَنَفَقَتِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّه الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ (1116) وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِينَ

“নশিচয় তোমার শ্রম ও ব্যয়রে পরমাণ অনুযায়ী তুমি সওয়াব পাবে।”[হাদসিটি বর্ণনা করছেন আল-হাকমে, আলবানী ‘সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ (১১১৬) গ্রন্থে হাদসিটিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেন। এ হাদসি্রে ভিত্তি দুই সহীহ গ্রন্থে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি)ে রয়েছে।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলমি্রে ব্যাখ্যা’ গ্রন্থে বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ : نَفَقَتِكَ

তাঁর কথা: “তোমার শ্রম অনুযায়ী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহে) বলছেন: তোমার ব্যয় অনুযায়ী” এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রম ও ব্যয়রে বৃদ্ধির সাথে ইবাদতরে সওয়াব ও মর্যাদা বেড়ে যায়। শ্রম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- এমন শ্রম শরিয়তে যে শ্রম নিন্দনীয় নয়। অনুরূপভাবে ব্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যয় শরিয়তে যে ব্যয় নিন্দনীয় নয়।” সমাপ্ত



“ফষ্টিরে পরমাণ অনুযায়ী সওয়াব পাওয়া যায়” এই নিয়মটি স্বতসদ্দিধ নয়। বরং এমন কিছু আমল রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু এতে সওয়াব বেশি।

যারকাশী আল-মানছুর ফলি কাওয়াদে’ (২/৪১৫-৪১৯)-গ্রন্থে বলেন:

“আমল যত বেশিও করনি হবো তা অন্য আমলের চেয়ে তত বেশি উত্তম। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে এসেছে:

وفي حديث عائشة رضي الله عنه : **أجرک على قدر نصبک**

তোমার সওয়াব তোমার শ্রমের পরমাণ অনুযায়ী।

তবে অল্প আমল কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি আমলের চেয়ে উত্তম। যমেন:

- মুসাফিরের জন্য নামায কসর (৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত) করে পড়া পরপূর্ণ পড়ার চেয়ে উত্তম।
- জামায়াতের সাথে ১ বার নামায আদায় করা একাকী ২৫ বার নামায আদায় করা থেকে উত্তম।
- ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করা তা দীর্ঘ করে পড়ার চেয়ে উত্তম।
- কুরবানীকৃত পশুর কিছু গোশত খেয়ে বাকীটা সদকা করে দয়া সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দয়ার চেয়ে উত্তম।
- নামাযে কোন একটি ছোট সূরার পুরাতুকু পড়া অন্য সূরার অংশ বিশেষে পড়ার চেয়ে উত্তম; এমনকি সে অংশ বিশেষে দীর্ঘ হলও। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এটাই করতেন।”[উদ্ধৃতি পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।